Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2024: 8.058,
https://www.srjis.com/issues_data/235
PEER REVIEWED, REFEREED & INDEXED JOURNAL, JUNE-JULY 2024, VOL-12/64

রাজান্তপুর ও নারী চরিত্রের প্রতিফলনে নাট্যত্রয়ী মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রিয়দর্শিকা ও রত্নাবলী: একটি তুলনামূলকপ্রাধ্যয়ন

(RAJANTAHPUR O NARICARITRERPRATIPHALANENATYATRAYEMALAVIKAGNIMITRA, PRIYADARSHIKA O RATNAVALI: EKTITULONAMULAKPRADHYAYAN)

Samar Mondal
Research Scholar, Department of Sanskrit, Seacom Skills University, Birbhum, West Bengal, 731236
Dr. Niradbaran Mandal
Professor, Department of Sanskrit, Seacom Skills University, Birbhum, West Bengal, 731236

Paper Received On: 21 June 2024
Peer Reviewed On: 25 July 2024
Published On: 01 August 2024

Abstract

এই গবেষণা সন্দর্ভে মালবিকাগ্নিমিত্র, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকার পর্যালোচনা করা হয়েছে। কবিদের কবিত্বশক্তি, কাহিনীর সুরম্য বিস্তার, অন্তঃপুরের অবস্থান আলোচিত হয়েছে। অন্তঃপুরে রমণীদের অবস্থান ও বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। সেকালে রাজঘরানার আঙ্গিকে রমণীরা শিল্পকলা নিপুণা, বিচক্ষণতা ও বৈদগ্ধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। রাজকার্যেও তাঁদের দক্ষতা যে কম নয় তা এই নাট্যকৃতিতে লক্ষিত হয়েছে। রাজা শুধু নব রমণীর আস্বাদনহেতু অন্তঃপুরে অবস্থান করে রাজকার্যে অবহেলা করবেন এটা ঠিক নয়। তাই প্রধানা মহিষীদের কন্ঠে রাজার প্রতি তিরস্কার বাক্যও প্রদর্শিত হয়েছে। যা ভারতবর্ষের নারীসমাজের এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হয়। একজন কবি রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও মসীধারণে তিনি সমাজের ও রাজার রাজকার্য ও বিবিধ ক্রিয়াকলাপ সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত করেন। কবিগণ রাজার বীরত্ব দেখালেও সমাজে রাজার প্রভাব কেমন তাও রাজাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। কখনও রাজার বীরত্ব, কখনও

Copyright@2024 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

রাজার ব্যক্তি জীবন, যেমন প্রকাশ করেন, আবার রাজার রাজকার্যে শৈথিল্য হলে তাও প্রকট করেন। এটা কবিদের যেন সমাজকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা। যেহেতু প্রাচীন ভারত ছিল রাজতান্ত্রিক। তাই সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত সুগঠিত করার জন্য লেখনী সঞ্চালনে রাজা ও প্রজাদের কেমন হওয়া উচিত তা এখানে উল্লিখিত করেন। আর নারী যে সমাজে অবহেলা বা কেবল ভোগের বস্তু নয় তা কবিগণ বলিষ্ঠভাবে অঙ্কন করেন। নারী যে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ দিক পালন করে তা কবি প্রকাশ করেন। অন্তঃপুরে নারীরা বিদুষী হলেও উপেক্ষিত। রাজার জীবনে অন্য নারীর আগমনে প্রাচীনারা অবহেলিত হন এটা বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে। আবার রাজমহিষীর কর্তৃত্ব থাকা সত্বেও নিজের প্রিয়তমকে অন্যের সাথে মিলিত করার জন্য সম্মতি প্রদান করতে হয়। এই তিনটি নাট্যকৃতিতে অন্তঃপুর ও নারীদের অবস্থান যেভাবে প্রদর্শিত হয়েছে তার প্রকাশ এই সন্দর্ভে করাহয়েছে।

বিষয়সূচকশব্দ: রাজান্তঃপুর, নারীচরিত্র,মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রিয়দর্শিকা, রত্নাবলী, তুলনামূলকপ্রাধ্যয়ন।

ভূমিকা

কবির কর্ম হল কাব্য, এই তথ্যের আধারে বলা যায় কবি আপন মনীষায় লেখনী সঞ্চালনে অপরূপ কাব্য নির্মাণ করেন। এই কাব্য তটিনীতে রসিকসমাজ নিরন্তর অবগাহন করে তৃপ্ত হচ্ছেন। কবি তাঁর ভারতীকে নানা রসে, গুণে অলঙ্কারাদির সম্ভারে সমৃদ্ধ করেন। এই কাব্য সম্ভার আপামর জনমানসে নব উল্লাস জাগিয়ে তোলে। যেমন দুই আর্যকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে বীণার ঐক্যতান সৃষ্টি করে। কবে কোন মহাপুণ্যেলগ্নে এই কাব্য কর্ম কবিকুল সৃজন করেছিলেন তার ইতিহাস অজানা হলেও ঋষি কবিদের উদাও কন্ঠে উষ্চারিত বৈদিক ছন্দোময়ী বাণী যে সাহিত্যের সূচনা করেছিল তা বলাই বাহুল্য।

অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সংস্কৃত ভাষায় কাব্য দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে দুই প্রকার। দৃশ্য আবার রূপক ও উপরূপক ভেদে বিভক্ত। পরবর্তীকালে এই রূপকের সংখ্যা হয় দশ ও উপরূপকের সংখ্যা হয় আঠারো। সুতরাং একথা বলা যায় যে, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য অতীব সমৃদ্ধশালী। কাব্য নির্মল আনন্দের জন্ম দেয় একথা প্রায় প্রত্যেকেই ঘোষণা করেছেন। দৃশ্যকাব্য যেহেতু দর্শনের উপযোগী তাই সমাজের প্রত্যেক মানবকেই যে আকৃষ্ট করবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই গুরুত্বের কারণেই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য এতো বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে।

সংস্কৃত নাটক যুগের হিসাবে দুটি ধারায় প্রচলিত। একটি প্রাক কালিদাস যুগ অপর কালিদাসোত্তোর যুগ। কালিদাসের পূর্বে মাত্র দুইজন নাট্যকারের পরিচয় পাই।অশ্বঘোস ও ভাস। এর পূর্বে যে কোন নাটক বা নাট্যকার ছিলেন না এমন বলা যায় না। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক

বিপর্যয় বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ ও নানা কারণে সেগুলির পরিচয় আমরা পাই না।যদিও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'অমৃতমন্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ'র উল্লেখ পাওয়া যায় তা কেবল নামেই পর্যবসিত। পাণিনির জাম্ববর্তী বিজয় ও পাতালবিজয়ও নামেই উল্লেখিত এর বিষয় আমাদের কাছে আজও অজানা।

কালের গতিতে অতিক্রম করে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সদা প্রবাহমান। অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ নাট্যকারগণ নাট্যজগতকে বিশেষ আলোকিত করেছে। আবার অন্যান্য নাট্যকারগণ ও স্বপ্রতিভার বিকাশে উর্বর করে তুলেছে নাট্যক্ষেত্রকে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই চিত্ত বিনোদনের উচ্চ পর্যায়ের সোপান হল এই নাটক দর্শনযোগ্য হওয়ায় সাধারণ এর মাধ্যমে নির্মল আনন্দ লাভ করেন। যা কাব্যের মূল প্রয়োজনরূপে উল্লিখিত হয়েছে। আনন্দের ঝর্ণা ধারায় স্নাত হয়ে জীবন ও দর্শনকে উপলব্ধি করা যায় এই দৃশ্যকাব্যের মাধ্যমে। তাই তো যুগে যুগে নাট্যকারগণ সাধারনের হৃদয়রচনাকে পরিতৃপ্তি প্রদানের জন্য অক্লান্ত প্রয়াসে নাটকসম্ভার উপহাররূপে প্রদান করেছে যা সত্যই অনুপম।

মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রিয়দর্শিকা ও রত্নাবলী– এই নাট্যত্রয়ের পরিচয়

মালবিকাগ্নিমিত্র পাঁচ অংক বিশিষ্ট এই নাটকে বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্র ও বিদর্ভরাজকন্যা মালবিকার প্রণয়কাহিনী এখানে বিদ্যমান।

রত্নাবলী চার অঙ্কের নাটিকা রত্নাবলী। নায়ক বৎসরাজ উদয়ন, নায়িকা সিংহল রাজকুমারী রত্নাবলী, জ্যেষ্ঠা পত্নী বাসবদত্তা। উদয়ন ও রত্নাবলীর প্রণয় ও বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে পরিণয়ই হল এই নাটিকার কথাবস্তু।

প্রিয়দর্শিকা হল চার অঙ্কের নাটিকা। এখানে বৎসরাজ উদয়ন নায়ক এবং অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্মার কন্যা প্রিয়দর্শিকা নায়িকা। জ্যেষ্ঠা পত্নী বাসবদত্তা। উদয়ন ও প্রিয়দর্শীকার প্রণয় ও পরিণয় হল এর মূল কাহিনী।

তিনটি নাট্যকৃতির ঘটনাপ্রবাহ একই প্রবাহে প্রবাহিত হয়েছে। তবে প্রতিটি নাটকেই নাট্যকারের বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। তিনটি নাটকই স্ত্রী চরিত্রবহুল। তবে মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক। রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা দু'টি নাটিকা। মালবিকাতে ধারিণী প্রধানা মহিষী। ইরাবতী অপর এক রাণী। তিনি ঈর্ষ্যাপরায়ণা সদা সজাগ রাজার প্রতি। রত্নাবলীতে বাসবদত্তা প্রধানা মহিষী, একটু বয়সে প্রৌঢ়া। তিনিও উদয়নের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। প্রিয়দর্শিকায় বাসবদত্তা নববিবাহিতা। কিছুদিন হল উদয়ন তাঁকে গোপনে বিবাহ করে নিজরাজ্যে এনেছেন। দুজনের মধ্যে প্রণয়ের ভাব বিদ্যমান। কিন্তু, মালবিকা ও রত্নাবলীকে এটা অনুপস্থিত।

সমধর্মীসাহিত্য-পর্যালোচনা

সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্যকৃতি অদ্যাবধি পাওয়া যায় তার অনেকগুলিই বিভিন্ন আঙ্গিকে বহু গবেষক গবেষণা করেছেন। তবে আমার এই গবেষণা এগুলি থেকে পৃথক। অনেক গবেষকই নায়ক, নায়িকা, রস, অলঙ্কারাদি আলোচনা করেছেন ঠিকেই তবে রাজান্তপুর ও নারীর চরিত্র নিয়ে তেমন বিশেষ কেউ আলোচনা করেনি।

- ভাসের নাট্যসাহিত্যে নারী অবস্থা ও অবস্থান গবেষক মালবিকা বিশ্বাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে পি. এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ এই সন্দর্ভটি সুলিখিত, কিন্তু এখানে কেবল ভাসের নাট্যসাহিত্যে সম্বন্ধে আলোচনায় সীমাবদ্ধ। তাই অনুরূপ গবেষনা কর্মে কালিদাস ও শ্রীহর্ষেরনাট্যসাহিত্য অবলম্বন করা যায়। সেই জন্যে আমাদের বর্তমান গবেষনার অবকাশআছে। উক্ত অভিসন্দর্ভের গবেষিকা মালবিকা বিশ্বাস জানিয়েছেন যে, ভাসেরনাট্যসাহিত্যে নানা ধরনের নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। সেই গুলি বিশ্লেষণকরলে আমরা সেই যুগের সমাজের নারীদের অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক ধারনা লাভকরতে পারব। নাট্যকার ভাস তার নাট্য সমুহে একদিকে যেমন অভিজাত শ্রেণিরনারীদের অবতারণা করেছেন। তেমনি আবার সম্পূর্ণ নিম্নশ্রেণীর নারীদের অবস্থানতার নাট্যসাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়।
- অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ সম্পাদক ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী এই পুস্তকে‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম” নাটকটি সম্পূর্ণ বঙ্গীয় সংস্করণে পাওয়া যায়। এইসংস্করণের ভূমিকায় অধ্যাপক ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয় কালিদাসের কালও তাঁর নাট্যকৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে ভূমিকায় এই নাটকের নারীচরিত্র সম্পর্কেওআলোচনা করেছেন। সেই নারীচরিত্র গুলি আলোচনায় কালিদাসের মনোভাব যেমনপ্রকাশিত হয়েছে, সেই সময়ের নারীদের অবস্থান ও নানা ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।এইপুস্তকটি বহু তথ্যপূর্ণ এবং গবেষণার পক্ষে উৎকৃষ্ট অবলম্বন হতে পারে। কিন্তুসংগত কারণেই এখানে ‘মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকটির বিশেষ কিছু আলোচনা নেই।শ্রীহর্ষের নাট্যকৃতিগুলিও এর বিষয় নয়। সেই জন্য আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণারঅবকাশ আছে, যদিও তার অনেক মন্তব্য খুব মূল্যবান এবং নানা দিক দিয়েআলোকপাত করে।
- ‘রত্নবলী’ শ্রীহর্ষ রচিত এই নাটকটি জ্যোতি সেনগুপ্তা সম্পাদিত এবং সংস্কৃত বুকডিপো হতে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি অত্যন্ত উপাদেয়। বস্তুতঃ মূলগ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ায়এটি গবেষণার অবলম্বন হতে পারে। এই গ্রন্থে সম্পাদক নিম্নলিখিত বিষয়গুলিআলোচনা করেছেন। যথা

নাট্যকার শ্রীহর্ষ, শ্রীহর্ষের জন্মস্থান, শ্রীহর্ষের সময়কাল, শ্রীহর্ষের সমস্যা, শ্রীহর্ষ রচনা, রত্নাবলীর উৎস,কবির অভিনবত্ব, কাহিনীসংক্ষেপ, পাত্র-পাত্রীদের নাম প্রভৃতি। এছাড়া সম্পাদক বিভিন্ন চরিত্রগুলিও বিশ্লেষণকরেছেন। এমনকি এই নাটকের উৎস সম্বন্ধেও কিছু অনুসন্ধান করেছেন। কিন্ততদানীন্তন সমাজে নারীর অবস্থান ও রাজান্তঃপুরে তাদের জীবন-যাপন প্রণালীইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত রূপে বলা হয় নাই। তাছাড়া এখানে সংগতকারণেকালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের সঙ্গে কোন তুলনা পাওয়া যায় না। কেননা ঐগুলিসম্পাদকের আলোচ্য বিষয় ছিল না। তাছাড়া শ্রীহর্ষের আর একটি নাটিকাপ্রিয়দর্শিকা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই। সেই জন্যে আমাদেরপ্রস্তাবিত গবেষণার অবকাশ আছে। তাই আমরা বর্তমান গবেষণা প্রস্তাব করেছি।

- THE SANSKRIT DRAMA in its Origin, Development Theory & Practice- ABERRIEDALE KEITH, Published by- Motilal Banarsidass PublishersPrivate Limited, Delhi, — এই গ্রন্থে মহামতি অধ্যাপক কীথ্ সংস্কৃত নাট্যকৃতিসম্বন্ধে যেসব সমীক্ষাত্মক আলোচনা করেছেন, তা অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রনিধানযোগ্য। বিশেষত সংস্কৃতে রচিত প্রধান প্রধান নাট্যকৃতিগুলির বিশেষ অনুসন্ধান ওপর্যালোচনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। অধ্যাপক কীথ্ বিশ্ব বিখ্যাত পণ্ডিত, তারঅনেক মন্তব্যই সংস্কৃত নাট্যকৃতির স্বরূপ বুঝতে বিশেষ সাহায্য করে। বিশেষতসংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি সারগর্ভ আলোচনা করেছেন।কিন্তুসংগত কারণে রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, ও মালবিকাগ্নিমিত্রের সম্বন্ধে তারআলোচনা প্রত্যাশিতভাবেই সীমিত পরিসরে করা হয়েছে। তাই এই বিষয়ে আরওআলোচনা করার অবকাশ আছে, তা আমরা মনে করি। সেই জন্যই স্বতন্ত্র ভাবেরত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, ও মালবিকাগ্নিমিত্র অবলম্বনে তদানীন্তন সমাজে নারীচরিত্র ও নারীর অবস্থান সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার অবকাশ রয়েছে, সেই জন্যআমরা বর্তমান গবেষণা প্রস্তাব করেছি।
- HISTORY OF CLASSICALKRISHNAMACHARIAR,SANSKRITLITERATURE- M.Published by- Motilal BanarsidasspublishersPrivate Limited, Delhi, Peprinl: Delhi, 2009. এই গ্রন্থে অধ্যাপককৃষ্ণমাচারিয়া মহাশয় প্রায় সমগ্র লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের বিবরণ উপস্থাপিতকরেছেন। তবে তার অনুসন্ধান মূলত ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি অভিনিবিষ্ট। সেইজন্য তিনি সাহিত্যাংশে বেশী আলোচনার সুযোগ পান নি। বিশেষত নাটকগুলিরক্ষেত্রেও রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, ও মালবিকাগ্নিমিত্রের রাজান্তঃপুর ও নারী

চরিত্রেরসম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছু বলার সুযোগ তিনি পান নাই। সেই জন্য আমাদেরপ্রস্তাবিত গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

- উত্তররামচরিত্র সম্পাদক ডঃ সীতানাথ আচার্য ও ডঃ দেবকুমার দাস ভগভূতির এই শ্রেষ্ঠ নাটকের ভূমিকায় এই দুই পণ্ডিতপ্রবর অন্তঃপুরের সামগ্রিক বর্ণনা চিত্রদর্শন অংশে করেছেন স্বল্পপরিসরে। সীতার চরিত্র বর্ণনাবসরে নারী চরিত্রের আলোচনা করেছেন। ফলে এই গবেষণা সন্দর্ভের সহায়ক হয়েছে।
- শ্রীহর্ষ প্রণীত 'রত্নবলী' সম্পাদক ডঃ অশোক কুমার বন্দোপাধ্যায়। এই গ্রন্থটির ভূমিকায় রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা ও নাগানন্দের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে রত্নাবলীর সম্পূর্ণ বর্ণনা লক্ষিত হয়েছে। অন্তঃপুর সেখানে পারিবারিক অবস্থা, নারীদের স্থান বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।
- ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকটির বঙ্গীয় সম্পাদিকা শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, এখানে ভূমিকা অংশে অন্তঃপুর। উদ্যানবাটিকা, নারী হৃদয়ের গোপন সুখ ও দুঃখের বর্ণনা লক্ষিত হয়। যা এই গবেষণার বিশেষ সহায়ক।
- কালিদাস প্রণীত 'মালবিকাগ্নিমিত্রের' ইংরেজী ভাষায় সম্পাদনা করেছেন M.R. Kale, এই গ্রন্থটি গবেষণা কর্মের অতীব সহায়ক হয়েছে। ঘটনার বর্ণনা, মূল পাঠ, বিভিন্ন চরিত্রের গঠনমূলক বিশ্লেষণ, সর্বোপরি অন্তঃপুর ও নারীচরিত্রের বর্ণনাবসরে নাট্যতত্ব সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে, ফলে এই গবেষণা কর্মে তাৎপর্যপূর্ণ সহায়ক হয়েছে।
- 'প্রিয়দর্শিকা' শ্রীহর্ষের অন্যতম নাটিকা। এর সম্পাদনা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এই গ্রন্থে ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা, রূপতাত্ত্বিক আলোচনা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অন্তঃপুরের রমনীয় বর্ণনা পাঠকসমাজকে সহজেই আকৃষ্ট করে। সম্পাদক মহাশয়য় নাটকের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবিতার আকরে শ্লোকগুলির ব্যাখ্যাকরেছেন। যা সত্যই এই সন্দর্ভের বিশেষ সহায়ক হয়েছে।
- জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পাদনায় 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকটি বিশেষ সহায়ক হয়েছে। সম্পাদক প্রবর স্বকৃত টীকা প্রণয়নে নাটকটির বিশেষ বিশ্লেষণ করেছেন।এই মহাশয়ের সম্পাদনায় রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা নাটিকাটি দুটিও বিশেষভাবে সজ্জিত হয়েছে। স্বকৃত টীকাতে তিনি নাটিকাটিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য ও নাট্যতত্ব সম্বন্ধে অনেক গবেষণা গ্রন্থ আছে। প্রাচীন ভারতের নারীর অবস্থান সম্বন্ধে বেশ কিছু গবেষণাকর্ম পাওয়া যায়। কিন্তু রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা,

ও মালবিকাগ্নিমিত্রের তুলনামূলক আলোচনা অবলম্বনে অনুরূপ কর্মের অবকাশ এখনো বিদ্যমান আছে, তাই আমাদের বর্তমান গবেষণা কর্মের অবকাশ রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য(OBJECTIVES OF THE STUDY)

দর্শনযোগ্য হওয়ায় দৃশ্যকাব্য জনমানসে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। দৃশ্যকাব্য রূপক। রূপের অনুকরণ হেতু রঙ্গমঞ্চে কুশীলবগণ চরিত্রের রূপ গ্রহণ করেন। ফলে বাস্তবিকভাবে দর্শকেরা চরিত্র থেকে কুশীলবদের পৃথক করতে পারেন না। এই কারণে সুখদুঃখের সমন্বয়ে নানা রস দর্শকহৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। একারণে দৃশ্যকাব্য অধিক সমাদৃত।

কবিগণ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে অতি আয়াসেই বিচরণ করেছেন। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে সকল নাট্যকৃতিই যে দর্শকহৃদয়ে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করবে এমনটা নয়। ভাসের স্বপ্নবাসবদত্ত, কালিদাসের শকুন্তল, ভবভূতির উত্তররামচরিত, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী প্রভৃতি জনমানসে সমাদৃত হয়েছে। এ গুলি ছাড়াও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে আরও অনেক নাটক আছে যেগুলি খুব একটা জনপ্রিয় নয়। কিন্তু, এই নাটকগুলিরও আবশ্যকতা যে নেই তা বলা চলে না। একজন কবি আপন মননে তাঁর কবিত্বশক্তিকে কাব্যে প্রতিভাসিত করে। এই কবিত্বসত্বা উত্তরকালের পাঠকদের অন্তরকে অবশ্যই অনন্য সম্পদ যে প্রদান করবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এগুলিকে সবার আলোকে আনা হচ্ছে একজন যথার্থ গবেষকের কর্ম। অত্যধিক জনপ্রিয় নাটকগুলির পাঠক ও শ্রোতা খুবই বেশি। কিন্তু, কম জনপ্রিয় নাটকগুলির প্রকাশও আবশ্যক। এগুলির ভাব, ভাষা, ছন্দঃ, অলঙ্কার, বৃত্তি, প্রভৃতি তত্ত্বগুলিও জানা আবশ্যক নিজের সমৃদ্ধির জন্য ও যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য এই কাব্যগুলি বিশেষউপযোগী। সেইজন্যই এই গবেষণা কর্ম। অধিকাংশ কাব্য নায়ক, নায়িকা, চরিত্রগত দিক, রস, রূপগত বিষয় আলোচিত হয়েছে। এগুলি ছাড়াও অন্তঃপুর, ও নারীদের অবস্থান খুব একটা আলোচিত হতে দেখা যায় না। এই বিষয়টি সর্বসমক্ষে আনার উদ্দেশ্যেই এই গবেষণা কর্ম।

গবেষণারপদ্ধতি (METHODOLOGY)

গবেষণা কর্ম করতে গেলে কিছু বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। বিশেষ করে প্রথমে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। কাব্য ও কাব্যশৈলী, বিবিধ চরিত্র, বিভিন্ন দৃশ্যাবলী প্রভৃতির বিশ্লেষণ আবশ্যক। যতক্ষণ না পর্যন্ত একটি কাব্য বিশ্লেষিত হচ্ছে, ততক্ষণ কাব্যটি বোধগম্য হবে না। তাই এই পদ্ধতি গ্রহণ আবশ্যক।

পর্যালোচনাত্মক পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। কাব্যের রূপ ও গঠন পর্যালোচনা করে আমরা গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে পারি। পর্যালোচনার ফলে কাব্যের উপাদান গুলি প্রকটিত হয়।

Copyright@2024 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

সমীক্ষাত্মক পদ্ধতি বিশেষ প্রয়োজনীয়। গবেষণার জন্য সমীক্ষা প্রয়োজন। এই তিনটি নাট্যকৃতির পাশাপাশি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যেরও সমীক্ষা অত্যাবশ্যক। এই সমীক্ষার দ্বারা নাট্যতত্ত্বগুলির প্রয়োগ, চরিত্রগত পার্থক্য, কাব্যের গঠনশৈলী সহজেই চোখে পড়ে। একটি যথার্থ সমীক্ষায় সমালোচকের সমালোচনাকে সম্পূর্ণতা দান করে। তাই সমীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনটি নাট্যকৃতির সমীক্ষার আধারে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে।

এরপর তুলনাত্মক আলোচনাটিও গৃহীত হয়েছে। এই নাটকের সঙ্গে অপর একটি নাটকের বিবিধ তুলনা লক্ষিত হয়। কবি বিশেষে কাব্যশৈলী যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন সেহেতু কাব্যগুলির তুলনাত্মক আলোচনা আবশ্যক। আবার এই নাট্যকৃতি ত্রয়ের উপর বিবিধ সমালোচকদের সমালোচনারও তুলনা করা আবশ্যক। এই তিনটি নাট্যকৃতি ছাড়াও অন্যান্য নাটকগুলির প্রেক্ষাপট তুলনীয়। তাই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিৎ।

গবেষণার জন্য এই সকল পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যে অতীব সমাদৃত। আবার শ্রীহর্ষের জনপ্রিয়তাও কম নয়। তাই এই দুই কবির নাট্যকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে গেলে গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করতেই হবে। এই পদ্ধতি অবলম্বন না করলে অন্ধের দর্পণ দেখার মতোই হাস্যকর হবে। তাই গবেষণার জন্য উপযুযুক্ত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনটি নাট্যকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত নাট্যবস্তুর তুলনামূলক আলোচনা

নিগর্তাসুন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিযু।
প্রীতির্মধুরসান্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে।।–বাণস্য

মহাকবি বানভট্টের এই প্রশস্তি মহাকবি কালিদাসের রচনাশৈলীকে বিশেষভাবে দ্যোতিত করেছে। কবি কালিদাসের রচনানৈপুণ্যে সকল সহৃদয় পাঠক নির্মল কাব্য ঝর্ণাধারায় প্রতিনিয়ত স্নাত হচ্ছেন। অপরদিকে

"শ্রীহর্ষ ইত্যবনিবর্তিষু পার্থিবেষু
নাম্নৈব কেবলমজায়ত বস্তুতস্তু।
গীর্হর্ষ এষ নিজসংসদি যেন রাজ্ঞা
সম্পূজিতঃ কনক কোটিশতেন বাণঃ।।" (উদয়নসুন্দরীকথা)

সোড্ডলের এই উক্তিতে শ্রীহর্ষের কবিত্বশক্তির চরম উৎকর্ষ ধ্বনিত হয়েছে। নাট্যকার শ্রীহর্ষ যেমন সুদক্ষ রাজা ছিলেন, তেমনি সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। শুধু তাই নয় তিনি বাণ, ময়ূর প্রভৃতি কবিদের গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলতঃ কালিদাস যেমন অতীব সুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন তেমনি শ্রীহর্ষও সুনিপুণ নাট্যকার ছিলেন। তবে কালিদাস মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণ করেছেন। শ্রীহর্ষ বিচরণ করেছেন নাট্যে।

মহাকবি কালিদাসের নাট্যপ্রতিভার বীজ প্রথম রোপিত হয়েছিল মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে। তাই এটি ততোধিক উৎকৃষ্টরূপে বিবেচিত হয়নি। কিন্তু, নাট্যকার শ্রীহর্ষ তিনটি নাট্যকৃতিই উল্লেখযোগ্য। একথা অনস্বীকার্য কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের বিষয়বস্তু, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকার বিষয়বস্তু প্রায় একই ধরনের, যা বিশ্লেষণ করলেই বোঝাযায়।

তিনটি নাট্যকৃতির পর্যালোচনায় এটা বলা যেতে পারে যে, নাট্যকারের সার্থক প্রয়াস। নাট্যত্রয়েই দর্শকদেরকে আকৃষ্ট করে, মালবিকারপ্রস্তাবনায় কবির বিনম্রভাব নাটকের মাত্রাকে ছন্দে, ভাবে, ভাষা ও অলঙ্করণে প্রকৃষ্ট করেছে। শ্রীহর্ষ তাঁর দুটি নাটিকাকেই অন্যভাবে প্রস্তুত করে দর্শকদেরকে অন্যভাবে প্রস্তুত করে দর্শকদেরকে মনকে সহজেই জয় করেছে। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যে তিনটি নাট্যকৃতিই সমানভাবে উপভোগ্য হয়েছে।

তিনটি নাট্যকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত রাজান্তঃপুরের আলোচনা

সাহিত্য মানব মনের গুহাকে আলোকিত করে। নির্মল আনন্দ দানই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রব্যকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্যই অধিক মনোহর। আঙ্গিক, বাচিক, সাত্বিক, আহার্য্য অভিনয়ের সমন্বয়ে দৃশ্যকাব্য দর্শকদের মনকে রসসিক্ত করে। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের আঙ্গিকে কবিগন আপন মনীষায় ও প্রতিভায় অপূর্ব নাট্যকৃতি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই সফল কবিগণ কোন না কোনও রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা করেছেন। রাজা সকলের পৃষ্ঠপোষকতা হেতু তাঁদের কীর্তিগাথা ও জীবনী কবিগণ নানা রঙে ও রসের বৈচিত্র্যে সাহিত্যে রূপদান করেছেন। মহাকবি ভাস থেকে অর্বাচীন কবিগন প্রায় সকলেই নৃপতিগণের চরিত্র অবলম্বন করেই নাট্যকাহিনী রচনা করেছেন। এর অবশ্য অন্য কারণও আছে। নাট্যশাস্ত্রে কথিত হয়েছে নাটকের নায়ক হবেন কোনও রাজা' ও নাটিকাতেও নায়ক নায়ক হবেন কোনও রাজা। অন্যান্য রূপকে উপরূপকে রাজা বা অন্য কোনও সদ্ব্যক্তি, প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, বণিক, অমাত্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নায়ক হবেন। তবে রূপক উপরূপকে নায়কের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হয়। রাজা যেখানে নায়ক হবেন সেখানে নায়িকাও কোনও রাজকুমারী যে হবেই এটা বলাই বাহুল্য। রাজাদের কাহিনীতে বীরত্ব, প্রেম, বিলাস, নৃত্য, গীত, কলা, কাম ও অন্তঃপুরের বর্ণনা নানা রসের আঙ্গিকে বর্ণিত

হয়। একথা অনস্বী কার্য প্রায় সবকটিনাটকই শৃঙ্গার ও বীর রসেঘনীভূত হয়। শৃঙ্গার রসের ব্যাপার মানেই প্রেম থাকবে। আর প্রেমের কার্যকলাপের ক্ষেত্র হয় অন্তঃপুর। অন্তঃপুরের অঙ্গনে নায়ক-নায়িকার প্রেম ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করে। যা কালিদাসের মালাবিকাগ্নিমিত্রে, শ্রীহর্ষের প্রিয়দর্শিকা ও রত্নাবলী নাটিকাতে লক্ষিত হয়েছে।প্রাচীনভারতে রাজাদের অন্তঃপুর রমণীর বিলাস, আমোদ, প্রমোদ, সুখ দুঃখ, প্রেম ও বিরহের লালিতে মুখরিত হত এটা বলা যেতেই পারে। এই তিনটি নাট্যকৃতিই তার বলিষ্ঠ প্রমাণ।

তিনটি নাট্যকৃতির আলোকে তদানীন্তন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীদের অবস্থান

পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রাচীন ভারতে নারীদের স্থান বিষয়ে একটি মত ব্যক্ত করেছেন-

As regards love, its tender, ideal element is not very conspicuous; it rather bears throughout the stamp of an undisguised natural sensuality. Marriage is, how-ever, held sacred; husband and wife are both rules of the house (dampalt), and approach the Geds inlited prayer!

মানব-সভ্যতার আদিযুগ থেকেই নারী-পুরুষের একত্র সহাবস্থানে সৃষ্টি হয়েছে এই সংসার। কোনও স্থান এমন নেই যেখানে এমন সহাবস্থান লক্ষিত হয় না। শুধু মানবের মধ্যেই নয় কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী থেকে শুরু করে মানবেতর জগতে এমনকি উদ্ভিদকুলেও এই বিষয়টি লক্ষণীয়। এ যেন বিধির বিধান। সভ্যতা তৈরীর পাশাপাশি পুরুষেরা একদিকে বহির্ভাগ সামলাতো অপরদিকে নারীরা অন্দরমহলের ঘরকরণার কাজ করতো। দুয়ের যুগল সহায়তায় একটি সুরম্য সংসার গড়ে উঠত। তৈরী হল মানবজগত।

মানবজগত সৃষ্টিশীলতায় সদা ব্যাপত থাকে। নানা সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্যে সাহিত্যকৃতি হল অন্যতম। প্রাচীনকাল থেকেই কবিগণ দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্যাদি রচনা করেছেন। সেখানে নায়কের পাশাপাশি নায়িকাকে উপস্থাপন করে কাব্যকে অধিক রমণীয় করেছেন সাহিত্যস্রষ্টাগণ। এমন কোনও কাব্য সংস্কৃতসাহিত্যে নেই যেখানে নায়িকা চরিত্রের ব্যবহার করা হয় না। তবে মুদ্রারাক্ষস নাটক হল তার ব্যতিক্রম। এখানে নায়িকা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। এই নাটকটি বাদ দিয়ে সমস্ত কাব্যেই নায়িকাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নায়িকা চরিত্রের পাশাপাশি আরও অন্যান্য নারী চরিত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। যাদের সাহচর্যে নায়িকা চরিত্রটির ব্যাপ্তি অপূর্বভাবে বিকশিত হয়। এই নারীচরিত্রগুলির উপর ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নারীদের স্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

একটা কথা বলা আবশ্যক তিনটি নাট্যকৃতিতে যে নারীচরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি রাজপরিবারের আঙ্গিকেই দৃশ্যমান হয়েছে। পরিচারিকাগণ যদিও সাধারণচরিত্র হিসাবেই পরিগণিত হয়, তথাপি তারা রাজঘরাণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। নারীচরিত্রের মধ্যে মূলতঃ প্রধানা অবশ্যই নায়িকা। তবে প্রধানা মহিষীদের ভূমিকাও কম ছিল না।

প্রাচীন ভারতে রাজঘরানার রমণীরা বিলাস বৈভবে মগ্ন হলেও অতীব মনের বেদনায় নিত্য পীড়িতা হতেন, রাজার জীবনে নিত্য নৈমিত্তিক ভাবে নব রমণীর আগমনে। এ ছাড়াও তাঁরা খুবই শিক্ষিতা ও বিদুষী ছিলেন। মালবিকাগ্নিমিত্রে মালবিকা নৃত্য গীতে নিপুণা ছিলেন। তাঁর এই দক্ষতায় উভয়শিক্ষক মুগ্ধ হয়েছিলেন। রত্নাবলী নাটিকায় রত্নাবলী অলঙ্করণ, চিত্রাঙ্কনে পারদর্শিনী ছিলেন। এই সঙ্গে তাঁর সখী সুসঙ্গতাও সমান দক্ষা ছিলেন। প্রিয়দর্শিতায় প্রিয়দর্শিনীও নৃত্য গীতে কুশল ছিলেন এ বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়াও অন্তঃপুরে প্রধানা মহিষীরা সুশিক্ষিতা ছিলেন। এদের সান্নিধ্যে অপরাপর রমণীরাও শিক্ষিতা হতে পারতেন।তবে এত কিছুর মধ্যে এই সমস্ত নারীরা বিরহে জীবনযাপন করতেন। এ চিত্র সর্বত্রই লক্ষিত হয়। আবার নবীনা রমণীরা রাজাকে দেখেই মুগ্ধা ও প্রণয়াসক্তা হতেন। ক্রমে এটা পরিণয়ে পূর্ণতা পেত। অনন্তর কিছুদিন রাজা যৌবন আস্বাদন করে বিস্মৃত হতেন। এর পরেই শুরু হতো ঐ নারীদের জীবন বেদনাময় হয়ে উঠতো। রাজার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনতেন। থাকতেন শুধু বিরহে। যা খুবই একজন নারীর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক। শুধু তাই নয় রমণীরা একে অপরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠতো। আবার নবীরা রমণীদের ভয় তো ছিলই। পুরুষশাসিত সমাজে এর চেয়ে আর বেশি কি হতে পারে! নারী পুরুষের জীবনে সম্পূর্ণতা প্রদান করে। পুরুষ একাকী সমাজ গঠন করতে পারে না। তাকে যোগ্য সঙ্গত করে একজন রমণী। এই রমণী পুরুষের জীবনে উত্থান পতন ঘটায়। আবার জগতে প্রেম একটা বড়ো উপাদান এই প্রেমই সকল কাব্যকে উপাদেয় করে তোলে। প্রত্যেকটি কাব্যই প্রেমময়। শুধু বিশাখদত্ত প্রণীত মুদ্রারাক্ষস ছাড়া। রাজনীতি, রাজ্যপাট, সভা ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বিশেষ উপযোগী হল প্রণয়। এই প্রণয়ই কল্যাণকর মিলনে রূপান্তর করে। যা সত্যই সুস্থ সমাজকে পূর্ণতা দান করে। এজন্যই সকল কবিই এই বিষয়টিকে সবার কাছে প্রণয়কেই নানাভাবে রোমাঞ্চিত করে প্রকট করেন। এই সঙ্গে তাঁরা অন্তঃপুরের রমণীদের জীবনের সকল কথাও সুন্দরভাবে প্রকট করেছেন, যা এই তিনটি নাট্যকৃতি থেকেই স্পষ্ট অনুমিত হয়েছে।

উপসংহার

আচার্য ভরত শুধু দৃশ্যকাব্যের সমারম্ভ করেই ক্ষান্ত হননি সেই সঙ্গে নাট্যকাহিনীর যথাযথ বিন্যাসের জন্য বিবিধ নাট্যতত্ত্বের উদ্ভব করেছেন। একটি কাব্যকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিচার করতে

গেলে এই নাটাতত্ত্বের উপর নির্ভর করা আবশ্যক। কাব্যের গঠনগত ও রূপতাত্ত্বিকগণ দিক নাট্যতত্ত্বের আধারে বিকশিত হয়। নাট্যতত্ত্বও রসগ্রাহী নাট্যতাত্ত্বিকদের হাত ধরে আবর্তিত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ বিভিন্ন অলঙ্কারশাস্ত্র আলঙ্কারিকদের দ্বারা বিরচিত হয়। নাট্যরূপকে রূপায়িত করার জন্য রস, অলঙ্কার, বৃত্তি, রীতি প্রভৃতি তত্ত্ব আবির্ভূত হয়। এই সকল তত্ত্বের উপর আধার করে বিভিন্ন আলঙ্কারিক প্রস্থান উদ্ভূত হয়। এই সকল দিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেতিনটি নাট্যকৃতির ঘটনাপ্রবাহ একই প্রবাহে প্রবাহিত হয়েছে। তবে প্রতিটি নাটকেই নাট্যকারের বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। তিনটি নাটকই স্ত্রী চরিত্রবহুল। তিনটি নাট্যকৃতিতেই রাজার জীবনে নবীনা রমণীর আগমন ঘটেছে। এঁরা রাজাকে দেখেই মুগ্ধা হয়েছেন। কখনই ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভাবেননি। এঁরা অতীব সুশিক্ষিতা। নৃত্য গীতে ও কলায় নিপুণা। মালবিকা নৃত্য গীতে পটীয়সী। রত্নাবলী চিত্রকলা ও সাজ সজ্জার নিপুণা। প্রিয়দর্শিকা নাট্যকলায় পারদর্শিনী। এদের সখীরাও সুশিক্ষিতা। যেমন পরিব্রাজিকা মালবিকা নাটকে দুই শিক্ষকের দক্ষতা বিচার করেছেন। এ থেকে জানা যায় তিনি যথেষ্ট বিদুষী ছিলেন। আবার রত্নাবলীতে সুসঙ্গতা চিত্রকলা নিপুণা, বাশ্চাতুর্যে পটু। সুসঙ্গতা কৌশলে রাজা উদয়ন ও রত্নাবলীর মিলনের ব্যবস্থা করেছেন। প্রিয়দর্শিকার সখীও শিক্ষায় নিপুণা। তিনি নাট্যাভিনয়ে দক্ষ। একথা আমরা নাটিকাটি দর্শনে বুঝতে পারি। এখানে সেযুগে নারীশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে প্রজাদের মধ্যে সাধারণ নারীরা শিক্ষিতা ছিলেন কিনা তা জানা না গেলেও এটা বোঝা যায় যে, রাজপরিবারের নারীরা বেশ শিক্ষায় জ্ঞানলাভ করেছিলেন। ধারিণী, ইরাবতী, বাসবদত্তাও শিক্ষায় নিপুণা ছিলেন। ধারিণী, ইরাবতী, বাসবদত্তা রাজকার্যেও জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ধারিণী রাজকার্যে রাজা সে অবহেলা করেন একথা তিরস্কারের সুরে সর্বসমক্ষে বলেছেন। রাজা অগ্নিমিত্র অসহায় রূপে অবস্থান করেছিলেন। তিনি অন্তঃপুরে ক্ষমতাহীন। প্রথম অঙ্গে পাত্র মিত্রদের সঙ্গে নিজের প্রতাপ দেখাচ্ছিলেন, সেই তিনিইরাণীদের কাছে পরাক্রমহীন। উদয়ন ও দু'টি নাটিকায় এমনই ভাবে ছিলেন। অন্তঃপুর গুলি বিশেষভাবে সুসজ্জিত। রমণীয় বিচিত্র কক্ষ, উদ্যান, সরোবর, বিবিধ লতা গুল্ম প্রভৃতি বিদ্যমান। সরোবর সুগন্ধময় পদ্মসমূহ বিকসিত। প্রতি পদ্মে গুঞ্জনরত ভ্রমরেরা বিচরণ করে। প্রতি লতা গুল্মে অপরূপ পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হয়ে আছে, যা অন্তঃপুরকে সুরভিত করে রেখেছে।এই অন্তঃপুর গুলি বসন্তকালে নব শোভা ধারণ করে। নবীন পত্র, পুষ্প, মধুলুব্ধ মধুকরের গুঞ্জন, কোকিলের কুহুবর যেন অন্তঃপুরস্থলকে মাতোয়ারা করে রাখে এই বসন্তকাল। নর-নারীদের মনে জাগে অভূতপূর্ব শিহরণ। মদনের বাণে সবাই যেন ব্যাকুল হয়। এই বাণের পীড়া প্রশমনের জন্য বসন্তোৎসব পালিত হয় অন্তঃপুরে। এই উৎসবে পুষ্প আবির, নানা রঙের

সমাহারে সবাই সজ্জিত হয়। বর্তমানেও এই উৎসব এক দৃষ্টান্ত। সেই প্রাচীনকাল থেকে এই উৎসব সমগ্র ভারতভূমিতে সমারোহে পালিত হয়। যা ভারতের সংস্কৃতির পরিচায়ক। এই উৎসবে নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাটক, কৌতুকাভিনয় সবই যেন গুঞ্জরিত হয়। মালবিকাগ্নিমিত্র ও রত্নাবলীতে এই উৎসবের প্রাণোচ্ছল উন্মাদনা লক্ষিত হয়।প্রিয়দর্শিকায় এই উৎসব নেই ঠিকই, তবে বাসবদত্তা তাঁর বিবাহবার্ষিকীতে তাঁদের বিবাহকে কেন্দ্র করে একটি নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন। নাটিকায় নৃত্য গীতের ও নাটকের প্রদর্শন ভারতের শিল্পকলার বিকাশকে তুলে ধরে।

সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ তাই, সমাজের সকল কিছু এখানে প্রাধান্য লাভ করে। তবে নাটক ও নাটিকায় রাজঘরানা বা উচ্চতর সমাজেরই কাহিনী উপলব্ধ হয়। এখানে সাধারণ মানুষের কথা অনুপস্থিত। তাদের আচার ব্যবহারের উল্লেখ খুব একটা লক্ষিতও হয় না। শুধু রাজাও তাঁর পরিবার এবং রাজসভার চিত্রই লক্ষিত হয়। রাজার ব্যক্তিগত জীবন, রাজকার্য, রাজমহিষীদের কথাই এখানে পাওয়া যায়। আর থাকে প্রণয়, রাজার বীরত্ব গাথা। সমাজে রাজার কীর্তি যাকে সম্যকভাবে বিস্তার লাভ করে কবিরা তাঁদের কাব্যে তেমনই কাহিনী উল্লেখ করেন। ব্যতিক্রম হিসাবে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক অন্যতম। যেখানে রাজার কীর্তিকলাপের সাথে রাষ্ট্রবিপ্লব, ও সাধারণ মানুষের প্রণয় ও আচার ব্যবহার লক্ষিত হয়েছে। আর একজন সাধারণ মানুষ কিভাবে রাজা হতে পারে তার কথা। আবার বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসে প্রণয় একেবারেই নেই। আছে দুই মন্ত্রীর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। সেখানে রাজা নিষ্প্রভরূপে বিদ্যমান।অন্যান্য নাট্যগুলিতে কবিরা রাজার পৃষ্টপোষকতা লাভ করার কারণে রাজাদেরই প্রণয়, বীরত্ব কাব্যে কাহিনীরূপে চিত্রিত করেন। যা সুধিজনমানসে অনন্য প্রভাব বিস্তার করে।

'মালবিকাগনিমিত্রম', 'রত্নবালী' এবং 'প্রীয়দার্শিকা' নাটকগুলি চরিত্রগুলির অভ্যন্তরীণ জগতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কবিদের কাব্যশক্তি এবং জটিল গল্প গল্প অন্বেষণ করে।রাজঘরনের নারীদের শিল্প ও শাসনে দক্ষ এবং বিচক্ষণ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছিল, যা তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছিল। রাজার আনন্দে ভীষণের কারণে রাজ্যের অবহেলার সমালোচনা করা হয়, প্রধানা বুফনরা তাঁর প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে নাটকগুলি ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা এবং রাজকীয় দায়িত্বের মধ্যে উত্তেজনা চিত্রিত করে, বিশেষত বিধবা সহ মহিলাদের সাথে রাজার সম্পর্কের বিষয়ে আন্তাপুর এবং নারীদের অবস্থানের চিত্রনাটি রাজতান্ত্রিক ভারতে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠিত করার সামাজিক প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে।

Copyright@2024 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

সন্দর্ভসূচী (Bibliography)

Winternitz, M. A History of Indian Literature, Vol. III: Classical Sanskrit Literature. Delhi: Motilal Banarsidass, 1996.

Sharma, R. K. Kalidasa's Malavikagnimitra: A Critical Study. New Delhi: Sahitya Akademi, 1987.

Thapar, Romila. The Penguin History of Early India: From the Origins to AD 1300. London: Penguin Books, 2003.

Narain, A. K. "The Women Characters in Kalidasa's Plays." Journal of South Asian Literature, vol. 20, no. 1, 1985, pp.34-40.

Raghavan, V. "Sanskrit Drama and its Theme of Love." Journal of the Royal Asiatic Society, 1956, pp. 98-114.